<?xml version="1.0" ?>			
<?xml-stylesheet type="text/css" href="home.css"?>			
<Doc id="ben-w-media-	B1177(c)	"	lang="bengali">
<Header type="text">			
<encodingDesc>			
<projectDesc>	CIIL-Bengali Corpora, Monolingual Written Text		</projectDesc>
<samplingDesc>	Simple written text only has been transcribed. Diagrams, pictures and tables have been omitted. Samples taken from page 40, 41, 50, 51		</samplingDesc>
</encodingDesc>			
<sourceDesc> <biblStruct> <source>			
	<category>	Aesthetics	</category>
	<subcategory>	Literature-Essay	</subcategory>
	<text>	Book	</text>
	<title>	Prabandha Binyash	</title>
	<vol>		</vol>
	<issue>		</issue>
</source>			
<textDes>			
	<type>		</type>
	<headline>	Bahumukhi Pratibhay O Shangrami Sattay Manabdaradi Paul Rokson	</headline>
	<author>	Nimai Das	</author>
	<words>	408	</words>
</textDes>			
<imprint>			
	<pubPlace>	India-Kolkata	</pubPlace>
	<publisher>	Ashabari Publication	</publisher>
	<pubDate>	2001	</pubDate>
</imprint>			
<idno type="CIIL code">		NL63014	</idno>
<index>		B1177(c)	</index>
</biblStruct>			

</sourceDesc>			
<profileDesc> <creation>			
	<date>	07-May-2008	</date>
	<inputter>	Rina Sarkar	</inputter>
	<proof>		</proof>
</creation>			
<langUsage>		Bengali	</langUsage>
<wsdUsage>			
<writingSystem id="ISO/IEC 10646">Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS). </writingSystem>			
</wsdUsage>			
<textClass>			
<channel mode="w">		print	</channel>
<domain type="public">			</domain>
</textClass> </profileDesc> </Header>			
<text><body>			
<p>	ইতিহাস অমোঘ নিয়মেই রোবসনের জন্ম আমেরিকার নিউজার্সির প্রিন্সটন শহরে। প্রগতিশীল চিন্তাধারায়, বলিষ্ঠ পরিচ্ছন্ন-দৃঢ়চেতা এই কালোমানুষটি সময়সীমা ও আমেরিকার ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে তাঁর অন্তরের আবেদন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৌঁছে দিতে ত্রুটি করেননি। তাঁর প্রতিবাদী ও বিপ্লবীসত্তা লেহিহান শিখার মতো প্রজ্জ্বলিত হয়ে শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের মনে সংগ্রামী চেতনার বীজ বপন করেছিল ও অপরদিক্, বৈষম্যমূলক আচরণে শাসকদলের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ হানায় উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণী তথা বঞ্চিত নিপীড়িত জনগণের মধ্যে সংগ্রামী অভ্যুত্থানের সৃষ্টি করায় মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নবতম সংযোজিত অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। পরাধীনতায় পর্যাবসিত হাজার বছর ধরে যেন এইসব কালো মানুষেরা পশুর মতো অত্যাচার সহেছে। তাদের বেদনা- হাহাকার মানবিক অধিকার, তাদের জীবনচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশও ব্যাহত হয়েছে। অফুরন্ত জীবনীশক্তি নিয়েও তারা উত্তরণের আলো স্পর্শ করতে পারেনি সহজে। তাই জীবনের মুক্তিতে, শোষণপীড়ন বন্ধে, মানবাধিকারের দাবীতে পল রোবসন হয়ে উঠেছিলেন যথার্থ দৃঢ়চেতা মানুষ। “১৯৪৬ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রু-ন্যানকে পাঠানো রোবসনের একটিমা৪ত্র হুঁশিয়ারী বার্তা; যদি যুক্তরাষ্ট্র সরকার লিঞ্চি থেকে কালো মার্কিনীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা শুরু না করেন, তাহলে কালোরা আত্মরক্ষার জন্য নিজেরাই উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করবে। এই বলিষ্ঠ ঘাষণাপত্র দেখিয়ে দেয় যে ম্যালকম এক্স, রবার্ট উইলিয়ামস্, এই সব উৎসর্গীকৃত প্রাণ সুবিনয়ী কালো মানুষ লড়িয়ে কালো মানুষ, কালো চিতা (Black Panthers)-এঁদের পূর্বসরী এই পল		</p>

	রোবসন।”	
<pic>		</pic>
	একদা রোবসনের সঙ্গীতের অমোঘ আক্রমণে আমেরিকার শাসকদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে কুখ্যাত সেনেটের ম্যাকার্থি কমিউনিষ্ট বিতাড়নের ক্ষেত্রে রোবসনকেও নিষ্কৃতি দেয়নি। কিন্তু জন জাগরণের অঙ্গীকারে রোবসন বদ্ধ পরিকর- সেইসব ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা, এই দৃষ্টান্তে সঙ্গীতই তাঁর জনচেতনার তীব্র প্রতিবাদের অস্ত্র। তাঁর বিখ্যাত সঙ্গীতOL.Man River, Jhon Brown’s Bodym Sometimes I feel like a motherless child, Joe Hill প্রভৃতি বিভিন্ন সঙ্গীত অজস্র মানুষের অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পল সমকালীন সঙ্গীতের ধারায় পীটসিগার, বড ডিলান, পেগিসিগার, হ্যারিবেলাফোন্টে প্রমুখ শিল্পীরা সক্রিয় আন্দোলনকে গতিমুখর করে তুলেছিলেন।	
	রোবসনের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাদর আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন সঙ্গীত পরিবেশনের উদ্দেশ্যে। কারণ সাধারণ মানুষ, শ্রমিশ্রেণীর অন্তরে তিনি বিরাট আলেড়ন তুলেছিলেন। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনের মুক্তি, সাংস্কৃতিক চিন্তা- ভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নতুন ফসল ফলতে শুরু করেছিল। বিশ্বব্যাপী এই যোগসূত্র স্থাপনে বাধাও সৃষ্টি হয়েছিল বারংবার। শাসকশ্রেণী শঙ্কিত হয়েছিলেন তাঁর দেশে বিদেশে ভ্রমণে। নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল। এমনকি, আন্তর্জাতিক পাশপোর্ট-র ক্ষেত্রেও। অবদমিত রোবসন কিন্তু দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করেছিলেন- “মানুষ যেখানে আমার গান শুনতে চাইবে সেখানেই আমি গাইব। পীকস্থিল বা অন্য যে কোনও জায়গায় আকাশে ক্রুশ পোড়ানো হোক না কেন, আমরা ভয় পাবে না।” এই পীকস্কিল দৃষ্টান্তে স্বরূপ হয়ে রইলো। নানারূপ ভয়- ভীতি আতঙ্ক ছাড়ালেও প্রায় তিরিশ হাজার স্রোতা সমাবেশে রোবসন ও অন্যান্য শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলন। বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছিলেন মঞ্চ পনেরোজন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও প্রিয় শিল্পীকে। গুলি চালালেও রোবসন যাতে অক্ষত থাকেন।	

</body></text>
</Doc>